সমকাল

2 0 NOV 2025

ইউরোপের দিকে ঝুঁকছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

সমকাল প্রতিবেদক

বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা নতুন বাণিজ্য করিডোর অনুসন্ধান করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কাঠামো পরিবর্তনের পর নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ব্যবসায়ী ইউরোপকে তাদের শীর্ষ গন্তব্য মনে করছেন। এর পরে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, যে ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যবসায়ীর হার ৩৬ শতাংশ। এরপর রয়েছে উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব ও উত্তর এশিয়া। এই দুটি গন্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চান ৩২ শতাংশ।

সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসবিসির 'গ্লোবাল ট্রেড পালস' শিরোনামের জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গত ৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এতে বিশ্বের ১৭টি দেশের ছয় হাজার ৭৫০টি কোম্পানির থেকে শুল্ক ও বাণিজ্যনীতি সংক্রান্ত ধারণা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান ছিল ২৫০টি। এইচএসবিসি বাংলাদেশ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

জরিপে উঠে এসেছে, শুধু বাংলাদেশ নয়, সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসাগুলো ইউরোপকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে, যার হার ৫৫ শতাংশ। যেসব অঞ্চলে নির্ভরতা কমাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে উত্তর আমেরিকা (২২%) ও দক্ষিণ আমেরিকা (১৬%) উল্লেখযোগ্য।

এইচএসবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে অনেক ব্যবসা প্রতিকূল অবস্থায় কাটিয়েছে। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান এখন গতিময়তা ফিরে পেয়েছে এবং বাণিজ্য ও শুল্কনীতি তাদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

পরিবর্তনশীল বাণিজ্য নিয়ে এইচএসবিসির জরিপ

- ৮৮ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যবিধির পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত

> বাংলাদেশের ব্যবসাগুলো খুব দ্রুত বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে
>
> **মাহবুব উর রহমান,** প্রধান নির্বাহী, এইচএসবিসি, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, তারা বাণিজ্যবিধির পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত, যা বৈশ্বিক গড় ৮৫ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি। তবে ছয় মাস আগের তুলনায় (৯০%) সামান্য কম। এসব ব্যবসা ইতোমধ্যেই প্রস্তুত অথবা সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত শুল্ক ও বাণিজ্যজনিত অনিশ্চয়তার ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে আয় বেড়েছে বলে জানিয়েছে ৫৮ শতাংশ দেশীয় ব্যবসা, যেখানে বৈশ্বিক গড় ৪৭ শতাংশ। ৬২ শতাংশ মনে করেছেন, আগামী ছয় মাসে এবং ৬৪ শতাংশ মনে করছেন, আগামী দুই বছরে তাদের আয় বাড়বে।

প্রতিবেদনে বলা হয়,আগামী দুই বছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে ৫০ শতাংশ বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যা বৈশ্বিক গড় ৪১ শতাংশের চেয়ে বেশি। বাণিজ্যে প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ এখন একটি কেন্দ্রীয় কৌশল। বাংলাদেশের ৪৮ শতাংশ ব্যবসা সাপ্লাইয়ারদের ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করছে, ৪৮ শতাংশ ব্যবসা আঞ্চলিকীকরণে ঝুঁকছে এবং ৪৬ শতাংশ তাদের মজুত বাড়াচ্ছে। সব ক্ষেত্রে বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশি।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী পরিবহন ও শিল্প খাতে ৪৫ শতাংশ বাংলাদেশি ব্যবসা জার্মানিতে বিক্রি বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের সব ব্যবসার ক্ষেত্রে যার গড় ৩৮ শতাংশ। প্রযুক্তি, মিডিয়া ও টেলিকম খাতে ৪১ শতাংশ বাংলাদেশি ব্যবসা যুক্তরাজ্যে বিক্রি বাড়াচ্ছে। বিজনেস টু কনজিউমার (বি২বি) ব্যবসাগুলোর ৪০ শতাংশ ফ্রান্সে বিক্রি বাড়াচ্ছে।

এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী মো. মাহবুব উর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশের ব্যবসাগুলো খুব দ্রুত বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। তাদের দৃঢ়তা ও আশাবাদ চোখে পড়ার মতো।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

2 0 NOV 2025

তিন বছর শুল্কসুবিধা দেবে জাপান

দ্বিপক্ষীয় চুক্তি

সম্প্রতি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এক নোটিশে জাপানের এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বাংলাদেশ দেশটির সঙ্গে ইপিএ করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সব স্বল্পোন্নত দেশকেই (এলডিসি) ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক শুল্কসুবিধা বা জিএসপি দেবে জাপান। এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশও এ সুবিধা পাবে। এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হওয়ার কথা ২০২৬ সালে। এলডিসি উত্তরণ হলেও বাংলাদেশের জন্য জাপানের শুল্কসুবিধা বহাল থাকবে অন্তত তিন বছর। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাণিজ্য ও উন্নয়ন-বিষয়ক কমিটি ৭ নভেম্বর এক নোটিশে জাপানের পক্ষ থেকে তিন বছরের জন্য এলডিসি ও এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়া দেশগুলোকে জিএসপি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান এ নিয়ে *প্রথম আলো*কে বলেন, তিন বছরের বাড়তি শুল্কসুবিধার সিদ্ধান্তটি অন্যদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির (ইপিএ) সঙ্গে সম্পর্কিত। জাপানের এ ঘোষণার ফলে এখন দেশটির সঙ্গে ইপিএ সই হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

জাপানের দিক থেকে তিন বছরের শুল্কসুবিধার ঘোষণার পর তাড়াহুড়া করে বাংলাদেশ ইপিএ করতে যাচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যসচিব বলেন, 'মোটেও তাড়াহুড়া হচ্ছে না। চুক্তির আগে অনেক সময় নিয়ে যথেষ্ট দর-কষাকষি হয়েছে। আর ইপিএর আলোচনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে গেলে জাপান তিন বছরের শুল্কসুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল থাকত বলে মনে হয়।'

> **এ মুহূর্তে জাপানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশ। ফলে তিন বছরের জন্য শুল্কসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের বিষয়টিও মাথায় রেখেছে।**
>
> মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

ডব্লিউটিওর নোটিশে বলা হয়, এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও বিভিন্ন দেশকে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত জিএসপি সুবিধা দিতে জাপান তার শুল্কব্যবস্থা সংস্কার করেছে। এ সংস্কারে বলা হয়েছে, এলডিসি অথবা এলডিসি থেকে উত্তরণ হবে—এমন দেশগুলোকে উত্তরণ-পরবর্তী তিন বছরের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক শুল্কসুবিধা দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করবে জাপান। আরও বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশ বা অঞ্চল থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর জাপানের শুল্ক হ্রাসের সুবিধা প্রযোজ্য হবে। দেশ বা অঞ্চলগুলোর রপ্তানি আয় বৃদ্ধির স্বার্থে এটি করা হয়েছে। এ ছাড়া তাদের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করাও জাপানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানে ১৪১ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যার ৮৪ শতাংশই পোশাক। এর মধ্যে নিট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬০ কোটি ১১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। আর ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৫৮ কোটি ৪৩ লাখ ডলারের। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে জাপানে হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা ইত্যাদি পণ্যও রপ্তানি করা হয়।

এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জাপানের সঙ্গে ইপিএ হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই ইপিএ স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। এ জন্য গত ২৬ জুন দুই দেশ খাতভিত্তিক আলোচনা শেষ করার পর ঢাকা ও টোকিও বসে পণ্য ও সেবাভিত্তিক আলোচনা শেষ করেছে। তবে ইপিএ করার প্রয়োজনীয় দর-কষাকষির আলোচনা টোকিওতে বসে বাংলাদেশ শেষ করেছে গত সেপ্টেম্বর মাসে।

এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দুই দেশের যৌথ সমীক্ষা গ্রুপ এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে। ওই প্রতিবেদনে ১৭টি খাত চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো পণ্য বাণিজ্য, বাণিজ্য সহজীকরণ, বাণিজ্যে বাধা দূর করার ব্যবস্থা, শুল্কপদ্ধতি ও বাণিজ্যসুবিধা, বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা, সেবা খাতের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ইলেকট্রনিক বাণিজ্য, সরকারি কেনাকাটা, মেধাস্বত্ব, ভর্তুকি বা রাষ্ট্রমালিকানাধীন উদ্যোগ, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি, শ্রম, পরিবেশ, স্বচ্ছতা ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি বলব যে তিন বছরের বাড়তি শুল্কসুবিধার সিদ্ধান্তটি দিয়ে জাপান সুনামের ভাগীদার হলো। তবে ইপিএ হলে জাপান অন্য কিছু চাইবে। তবে এ মুহূর্তে জাপানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশ। ফলে তিন বছরের জন্য শুল্কসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের বিষয়টিও মাথায় রেখেছে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

20 NOV 2025

পান রপ্তানিতে শুল্ক কমানোর দাবি

যশোর অফিস

সরকার প্রতি কেজিতে পানে রপ্তানি শুল্ক এক ডলার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ ডলার নির্ধারণ করায় দেশে থেকে পণ্যটির রপ্তানি কমে গেছে। এতে দেশের পানচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সে জন্য বাংলাদেশ পান চাষি সমিতির যশোর শাখা রপ্তানিমুখী ফসল পানের আবাদ ও পানচাষিদের বাঁচানোর দাবিতে গতকাল বুধবার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষি উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। এতে ১০ দফা দাবি জানানো হয়।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতি কেজি পান রপ্তানিতে শুল্ক ১ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫ ডলার নির্ধারণ করায় বিদেশি বাজারে দেশের পান রপ্তানি বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এতে দেশে পানের দর ব্যাপকভাবে কমে চাষিরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পান চাষি সমিতির উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে রয়েছে—পান রপ্তানিতে শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল ও রপ্তানিবান্ধব নীতি গ্রহণ; আপৎকালে পানচাষিদের এনজিও ঋণের কিস্তি স্থগিত করা; পান চাষনির্ভর খেতমজুরদের ত্রাণসহায়তা প্রদান; রপ্তানিকারকদের পাশাপাশি পানচাষিদেরও প্রণোদনা দেওয়া; পান চাষের উপকরণের দাম কমানো; পান গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা ইত্যাদি।

পান চাষি সমিতি যশোর জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক তসলিম উর রহমান, অভয়নগর পান চাষি সমিতির সদস্যসচিব নুর আলম।

বণিক বার্তা

2 0 NOV 2025

অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ রফতানি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইইউ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ইউরোপিয়ান কমিশন অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ রফতানিতে নতুন নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্যোগ নিচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ট্রেড চিফ মারোস শেফচোভিচ জানিয়েছেন, আঞ্চলিক জোটভুক্ত দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ স্ক্র্যাপ অন্যান্য দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে এ খাত থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খবর রয়টার্স।

শিল্প সংস্থা ইউরোপিয়ান অ্যালুমিনিয়ামের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে ইইউভুক্ত দেশগুলো থেকে অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ রফতানি রেকর্ড ১২ লাখ ৬০ হাজার টনে পৌঁছায়। এটি পাঁচ বছর আগের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। রফতানির বড় অংশই এশিয়ার দেশগুলোয় সরবরাহ করা হয়েছে।

সংস্থাটি আরো জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির কারণে (অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক থাকলেও স্ক্র্যাপে তা মাত্র ১৫ শতাংশ) রফতানি আরো বাড়ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে স্ক্র্যাপ আমদানি বাড়ার পাশাপাশি এশিয়ার ক্রেতা দেশগুলোও ইইউনির্ভরতা বাড়িয়েছে।

ইউরোপিয়ান কমিশন গত জুলাইতে স্ক্র্যাপ রফতানির ওপর নজরদারি শুরু করে। এমনকি প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানায়। ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান অ্যালুমিনিয়াম আয়োজিত এক সম্মেলনে মারোস শেফচোভিচ বলেন, 'অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপের অনিয়ন্ত্রিত রফতানি ঠেকাতে আমরা নতুন পদক্ষেপের প্রাথমিক কাজ শুরু করছি।'

এ নীতিমালা ২০২৬ সালের বসন্তে চূড়ান্ত হতে পারে। ইইউর ট্রেড চিফের দেয়া তথ্যানুযায়ী, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা হবে 'ভারসাম্যপূর্ণ'। এতে উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াকরণকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সংযোগ শিল্প—সব পক্ষের স্বার্থ বিবেচনায় রাখা হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো